দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... পৃষ্ঠা ২০ ... কলাম ৬
NOV 21 2002

জোড়াতালি দিয়ে চলছে চুয়াডাঙ্গা মহিলা কলেজের কার্যক্রম

চুয়াডাঙ্গা জেলা সংবাদদাতা ঃ শিক্ষক-কর্মচারী, লাইব্রেরীর বইপত্র, ক্যান্টিন, আসবাবপত্র, খেলাধুলার সরঞ্জাম, বিজ্ঞান গবেষণাগারের যন্ত্রপাতির অভাবে জোড়াতালি দিয়ে কোনরকমে চলছে চুয়াডাঙ্গা আদর্শ সরকারী মহিলা কলেজের কার্যক্রম।

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গার তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক মোহাম্মদ ফিরোজের উদ্যোগে ১৯৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারী প্রতিষ্ঠা লাভ করে আদর্শ মহিলা কলেজ।

এরপর ১৯৯৭ সালের ৫ এপ্রিল কলেজটি জাতীয়করণ করা হয়। সরকারীকরণ করা হয় ২০০১ সালের ৩০ ডিসেম্বর। কলেজটিতে বর্তমানে প্রায় ৬শ' ছাত্রী পড়াশোনা করছে। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে কলেজটিতে ৩২ জন শিক্ষকের পদ থাকলেও সরকারীকরণের সময় তা কমিয়ে করা হয় ২৮টি। এর মধ্যে ৫টি পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে।

৪ জন শিক্ষককে ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তারপরও পদার্থ, রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের ৩ জন প্রদর্শক ও ১ জন ক্রীড়া শিক্ষক তাদের পূর্বের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। স্নাতক শ্রেণীর প্রতি বিষয়ে ১ জন সহযোগী ও ১ জন সহকারী অধ্যাপক এবং ২ জন প্রভাষকসহ মোট ৪ জন শিক্ষকের পদ থাকার কথা। কিন্তু কলেজটিতে অর্থনীতি বিভাগের ৩ জন প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ১ জন সহকারী অধ্যাপক ও ৩ জন প্রভাষক, দর্শন বিভাগে ৩ জন প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস বিভাগে ৩ জন প্রভাষক এবং ইতিহাস বিভাগে ২ জন প্রভাষকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থনীতি ও দর্শন বিভাগের ১ জন করে প্রভাষক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একমাত্র সহকারী অধ্যাপকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর জন্য বিজ্ঞান বিভাগের প্রতিটি বিষয়ে ১ জন সহকারী অধ্যাপক, ১ জন প্রভাষক ও ১ জন প্রদর্শকের পদ থাকার কথা থাকলেও সৃষ্টি করা হয়েছে ১ জন করে প্রভাষকের পদ। বাণিজ্য বিভাগে ১ জন সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকের পদ থাকার কথা। কিন্তু সৃষ্টি করা হয়েছে ২ জন প্রভাষকের পদ। এর মধ্যে হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষকের পদটি শূন্য রয়েছে। বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা আদর্শ মহিলা কলেজে ১ জন অধ্যক্ষ, ১ জন উপাধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগে ২ জন, ইংরেজী বিভাগে ২ জন, অর্থনীতি বিভাগে ২ জন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ৩ জন, দর্শন বিভাগে ২ জন, ইসলামের ইতিহাস বিভাগে ৩ জন, ইতিহাস বিভাগে ২ জন এবং রসায়ন, পদার্থ, উদ্ভিদবিদ্যা, গণিত ও ব্যবস্থাপনা বিভাগে ১ জন করে শিক্ষক কর্মরত আছেন। তাছাড়া ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীর মর্যাদায় ১ জন ক্রীড়া শিক্ষক ও ৩ জন প্রদর্শক শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সরকারী বিধি অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে আবেদন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।

কলেজটিতে বর্তমানে ৯ জন ৩য় এবং ১১ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী কর্মরত আছেন। আরো ১৫ জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের জন্য চিঠি পাঠানো হয়েছে। কলেজে ১টি মাইক্রোবাস আছে, কিন্তু তেল বরাদ্দ ও চালকের পদ নেই। মাক্রোবাসটি মেরামত করা প্রয়োজন। কলেজ বাউন্ডারীর মধ্যে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় তৈরী করা ৫০ সীটের একটি ছাত্রী হোস্টেল আছে। কিন্তু কোন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়নি। বর্তমানে ৮ জন কর্মচারী দিয়ে মাস্টার রোলে কাজ করানো হয়। এখানে ছাত্রী সংসদ ও কমনরুম নেই। ১টি কম্পিউটার আছে। আরো ৪টি পাওয়া যাবে। এই বিভাগ খোলার জন্য চিঠি পাঠানো হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা আদর্শ সরকারী মহিলা কলেজ নিরিবিলি ও রাজনীতিমুক্ত ছাত্রীদের শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। এ কলেজটি ২০০৩ সালের জন্য জেলা পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হয়েছে। পাশাপাশি এই বছরের জন্য জেলা পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ শ্রেণী শিক্ষক মনোনীত হয়েছেন এই কলেজের শিক্ষক জাহানারা বেগম।

কলেজ অধ্যক্ষ এস এস ইস্রাফিল জানান, আমি যোগদানের পর থেকে কলেজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তবে কলেজের উন্নয়নে জেলার সর্বস্তরের সুধীজনদের সহযোগিতা প্রয়োজন।